# বাইবেল

"ঈশ্বর-নিঃশ্বসিত প্রত্যেক শাস্ত্রলিপি" *২য় তীমথিয় ৩:১৬*

*বাইবেল বেসিকস্ ঃ লিফলেট ৪*

**আজকে আমাদের হাতে যে বাইবেল দেখা যায়, তার একটা অবাক করা ইতিহাস আছে এবং এর অলৌকিকতা কোন অংশে কম নয়। একে ঈশ্বরের বাক্য বলে দাবী করা হয় এবং আমাদের কাছে এর বাণীসমূহের মধ্যে প্রকৃত সত্য কি তা খুজে বের করার চ্যালেঞ্জ উপস্থাপন করে এবং এটা আমাদের কাছে নিশ্চিত করে যে, এটাই আমাদের কাছে সৃষ্টিকর্তার মুখের কথার একমাত্র বহিঃপ্রকাশ।**

## ঈশ্বরের আত্মা

সৃষ্টির সময় ঈশ্বরের আত্মাকে কর্মরত অবস্থায় দেখা গিয়েছিল।

- "তাঁহার শ্বাসে [নিঃশ্বাসে] আকাশ পরিষ্কার হয়" (ইয়োব ২৬:১৩)।

বর্তমান সৃষ্টিকে নিয়ে আসবার জন্য ঈশ্বরের আত্মা জলের উপরে চলাচল করছিল (আদিপুস্তক ১:২)। এছাড়াও আমরা পড়ি যে, "সদাপ্রভুর বাক্য" দ্বারাই বর্তমান পৃথিবী সৃষ্টি করা হয়েছে (গীতসংহিতা ৩৩:৬)। আদিপুস্তকে এভাবে বলা হয়েছে যে, "ঈশ্বর বলিলেন" ... সৃষ্টি হোক, আর সাথে সাথেই সেটি হয়েছে।

এভাবে ঈশ্বরের আত্মা অত্যন্ত ব্যাপকভাবে তাঁর বাক্যের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়েছে। একইরকমভাবে আমাদের কথাও আমাদের চিন্তাধারা ও ইচ্ছা-আকাংক্ষার প্রকাশ করে– অর্থাৎ প্রকৃত আমরা সঠিকভাবেই প্রকাশিত হই। রাজা দায়ুদ বলেছেন, কিভাবে ঈশ্বরের বাক্য এবং তার "নিজ হৃদয়ের" কথার সাথে সমান্তরাল ঃ

- "তুমি আপন বাক্যের অনুরোধে ও নিজ হৃদয়ানুসারে এই সমস্ত মহৎ কার্য সাধন করিয়াছ" (২য় শমূয়েল ৭:২১)

ঈশ্বরের আত্মা / মন তার বাক্যের মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। মানুষকে অণুপ্রাণিত করার প্রক্রিয়ার লিখিত বাক্যের মাধ্যমে ঈশ্বর তার আত্মা প্রকাশের অলৌকিকতা অর্জন করেছেন। সমস্ত বাক্যের মধ্যে এই অর্জনকে "আত্মা" বলা হয়েছে।

## ঈশ্বর নিঃশ্বসিত

"আত্মা" অর্থ নিঃশ্বাস বা শ্বাসপ্রশ্বাস, নিঃশ্বাস বলতে আমরা বুঝি শ্বাস-প্রশ্বাস। মানুষ যেসব বাক্যগুলি লিখেছেন সেগুলি ঈশ্বর নিঃশ্বসিত হওয়ার অর্থ বাক্যের সকল শব্দগুলি ঈশরের আত্মা হতে নিঃশ্বসিত হয়েছে।

পৌল তীমথিয়কে উৎসাহিত করেন যেন এ বিষয়ে তার কোন দ্বিধাদন্দ না থাকে যে, বাইবেল বর্ণিত সকল কথাই ঈশ্বরের আত্মা থেকে নির্গত হয়েছে। এবং আমাদের জন্য সবকিছুই সরবরাহ করা হয়েছে যেন ঈশ্বরের জ্ঞান সম্পর্কে আমাদের সঠিক ধারণা থাকে।

- "তুমি শিশুকাল অবধি পবিত্র শাস্ত্রকলাপ জ্ঞাত আছ, সেই সকল খ্রীষ্ট যীশু সম্বন্ধীয় বিশ্বাস দ্বারা তোমাকে পরিত্রাণের নিমিত্ত জ্ঞানবান করিতে পারে। ঈশ্বর-নিঃশ্বসিত প্রত্যেক শাস্ত্রলিপি আবার শিক্ষার, অনুযোগের, সংশোধনের, ধার্মিকতা সম্বন্ধীয় শাসনের নিমিত্ত উপকারী, যেন ঈশ্বরের লোক পরিপক্ক, সমস্ত সৎকর্মের জন্য সুসজ্জিভূত হয়" (২য় তীমথিয় ৩:১৫-১৭)।

## বাইবেল সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বর নিঃশ্বসিত

বাইবেলের এই বিশাল আত্মিক ক্ষমতাকে গ্রহণ করার অনাকাঙ্ক্ষাই বহু খ্রীষ্টিয়ানদেরকে এমন প্রশ্নের সম্মুখীন করে যে, বাইবেলের সকল শাস্ত্রপুস্তকই ঈশ্বর নিঃশ্বসিত বাক্য কিনা। এদের অনেকেই আবার একথা বলেছেন যে, বাইবেলে আমরা যা কিছু পড়ি তা কয়েকজন ব্যক্তির ব্যক্তিগত মতামত। কিন্তু প্রেরিত পিতর অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় কঠোরভাবে এমন সব ভ্রান্ত মতামতের বিরোধীতা করেছেন :

- "আর ভাববাণীর বাক্য দৃঢ়তর হইয়া আমাদের নিকটে রহিয়াছে; তোমরা যে সেই বাণীর প্রতি মনোযোগ করিতেছ, তাহা ভালই করিতেছ; তাহা এমন প্রদীপের তুল্য, যাহা যে পর্যন্ত দিনের আরম্ভ না হয় এবং প্রভাতী তারা তোমাদের হৃদয়ে উদিত না হয়, সেই পর্যন্ত অন্ধকারময় স্থানে দীপ্তি দেয়। প্রথমে ইহা জ্ঞাত হও যে, শাস্ত্রীয় কোন ভাববাণী বক্তার নিজ ব্যাখ্যার বিষয় নয়; কারণ ভাববাণী কখনও মনুষ্যের ইচ্ছাক্রমে উপনীত হয় নাই, কিন্তু মনুষ্যেরা পবিত্র আত্মা দ্বারা চালিত হইয়া ঈশ্বর হইতে যাহা পাইয়াছেন, তাহাই বলিয়াছেন" (২য় পিতর ১:১৯-২১)।

সবকিছুর উপরে আমরা অবশ্যই বিশ্বাস করতে পারি যে, বাইবেল ঈশ্বর নিঃশ্বসিত বাক্য। প্রায়ই বাইবেলের বিভিন্ন অংশে ঈশ্বর কর্তৃক অনুপ্রাণিত বা নিঃশ্বসিত হওয়ার মতবাদ উলেখ করা হয়েছে :

- "ঈশ্বর বলেছেন..." (মথি ১৫:৪)
- "দায়ূদ নিজেই ত পবিত্র আত্মার আবেশে এই কথা কহিয়াছেন..." (মার্ক ১২:৩৬)।
- "...তাহার বিষয়ে পবিত্র আত্মা দায়ূদের মুখ দ্বারা অগ্রে যাহা বলিয়াছিলেন..." (প্রেরিত ১:১৬)
- "...পবিত্র আত্মা যিশাইয় ভাববাদীর দ্বারা আপনাদের পিতৃপুরুষদিগকে এই কথা ভালই বলিয়াছিলেন..." (প্রেরিত ২৮:২৫)।
- "পবিত্র আত্মা যেমন বলেন..." (ইব্রীয় ৩:৭ ; ৯:৮ ; ১০:১৫)

এইসব ব্যক্তিরা যদি আংশিক বা কোন রকমে অনুপ্রাণিত হতেন তাহলে ঈশ্বরের আত্মা কিংবা প্রকৃত ঈশ্বরীয় শব্দগুলিতে তাদের এমন প্রবেশাধিকার বা নিয়ন্ত্রণ থাকত না। তারা যা লিখেছেন সে গুলি যদি সত্যিই ঈশ্বরের বাক্য হয় তবে সেগুলি পরবর্তীতে অবশ্যই অনুপ্রেরণার যুগে ঈশ্বরের আত্মার দ্বারা সম্পূর্ণভাবে গৃহিত হয়েছে। অন্যথায় সম্পূর্ণ বিশুদ্ধতার বিচারে তা কখনই ঈশ্বরের বাক্য হয়ে উঠতে পারে না।

## অনুপ্রাণিত বাক্য মনোভাব গঠন করতে পারে

একটি বিশেষ গ্রহণীয়তার ব্যাপার আছে যে, ঈশ্বরের বাক্য আমাদের কাছে সম্পূর্ণভাবে অনুপ্রাণিত করে যেন আমরা এটি আরও বেশি বেশি পড়ি ও এর বাধ্য থাকি।

- "তোমার বচন অতীব পরীক্ষাসিদ্ধ, তাই তোমার দাস তাহা ভালবাসে" (গীতসংহিতা ১১৯:১৪০)।

তীমথিয় ৩:১৬ পদের সাথে ৪:২,৩ পদ তুলনা করলে আমরা দেখি যে, প্রকৃত অনুপ্রাণিত বাইবেলের বাক্য আমাদের মনোভাব গঠন করে কাজ করার জন্য :

- কারণ ঈশ্বর অনুপ্রাণিত বাক্য লাভজনক...

  এই জন্য যে সেখানে প্রকৃত মতবাদ রয়েছে–

  *বাইবেলের বাক্য প্রচার করা; সুসময়ে ও অসময়ে তার প্রচার করতে প্রস্তুত থাকো (অর্থাৎ বিশেষ কোন কারণে আপনার প্রচার করতে ইচ্ছা করুক আর নাইবা করুক)*

  পুনরায় প্রমাণিত করার জন্য–

  *ফলে রাজী বা সম্মত হয়ে যাওয়া (ফলে আবার প্রমাণিত হয়)*

আবার সংশোধনের জন্য–

*ফলে তীব্র বিরোধিতা বা তিরস্কার করা*

ধার্মিকতায় ঈশ্বরীয় নির্দেশনা দানের জন্য-

*ফলে সমস্ত দীর্ঘ দুঃখকষ্টভোগ ও শিক্ষাদানের উৎকর্ষতা লাভ করা*

## আমাদের কাছে এর অর্থ কি

আমরা যদি বিশ্বাস করি যে, বাইবেল ঈশ্বর নিঃশ্বসিত বা অনুপ্রাণিত তবে আমরা এর প্রতি আরও বেশি বেশি সহানুভূতি ও ক্ষমতা অনুভব করব এবং এর ফলে আমাদের বাইবেলের প্রভাব আরও অনেক বেড়ে যাবে। পুরাতন নিয়ম থেকে একটা উদাহরণ নেওয়া যেতে পারে :

- "সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, 'তুমি ইস্রায়েল-সন্তানগণকে এই কথা কহ, তোমরা নিজেরাই দেখিলে, আমি আকাশ হইতে তোমাদের সহিত কথা কহিলাম। তোমরা আমার প্রতিযোগী কিছু নির্মাণ করিও না; আপনাদের নিমিত্তে রৌপ্যময় দেবতা কি স্বর্ণময় দেবতা নির্মাণ করিও না'" (যাত্রাপুস্তক ২০:২২-২৩)।

সরাসরি ঈশ্বরের কথা শোনার কারণে যে কোন ধরণের মুর্ত্তির সংস্পর্শে আসা তার কথা শোনা আমাদের কাছে অর্থহীন। স্বর্গের ঈশ্বর বিশ্বের সমস্ত মুর্ত্তির চেয়ে অনেক অনেক বেশি শক্তিশালী ও মহান। তিনি কখনই কোন মন্দিরে কিংবা মানুষের নির্মিত কোন মুর্ত্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারেন না। একজন প্রকৃত বিশ্বাসীর জীবনে ঈশ্বরের স্থানে অন্য কাউকে বসানো সম্ভব নয়–

- "তোমার সমস্ত অন্তঃকরণ, তোমার সমস্ত প্রাণ ও তোমার সমস্ত মন দিয়া তোমার ঈশ্বর প্রভুকে প্রেম করিবে" (মথি ২২:৩৭)।

প্রেরিত পৌল ঈশ্বরের বাক্যের মূল অনুভূতিটা বুঝতে পেরেছিলেন। বাইবেলের কথাগুলি তার কাছে শুধুমাত্র সাদাকালো কতকগুলো শব্দ ছিল না। এভাবে তিনি বলেছেন, "যিশাইয় ইস্রায়েলের বিষয়ে এই কথা উচ্চৈঃস্বরে বলেন... আর যিশাইয় অতিশয় সাহসপূর্বক বলেন..." (রোমীয় ৯:২৭; ১০:২০)। পৌল যিশাইয় ভাববাদীর কথাগুলি গভীরভাবে চিন্তা করেছেন। পৌল বুঝতে চেয়েছেন যিশাইয় তার লোকদের কাছে কোন অর্থে কথাগুলি বলতে চেয়েছিলেন। এর কারণটি হচ্ছে, ইস্রায়েলের শাসনকর্তারা, যীশুকে চিনতে পারেনি। এছাড়া ভাববাদীদের যে কথা প্রত্যেক বিশ্রামবারে পড়া হয় সেই কথা তারা বুঝতে পারেনি (প্রেরিত ১৩:২৭) এজন্যই তারা প্রভু যীশুকে ক্রুশে টাঙ্গিয়ে মেরেছে। পৌল ভাববাদীদের কথা সম্পর্কে যত না গুরুত্ব দিয়েছেন তার চেয়ে বেশি তাদের নিজস্ব কণ্ঠস্বরকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। ইস্রায়েলীয়রা ঈশ্বরের বাক্য শুনেছেন কিন্তু অনুভব করতে পারেনি এবং কখনই ভাবতে পারেনি যে ভাববাদীদের মাধ্যমে এটা ঈশ্বরের নিজস্ব কণ্ঠস্বরের কথা বা বাণী, যদিও ঐসব ভাববাদীরা মৃত, তবুও তারা বাইবেলের প্রতি পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় আজও জীবন্তভাবে কথা বলে চলেছেন। যে লোকগুলি যীশুকে ক্রুশে টাঙ্গিয়ে মেরেছিল তারা কখনই বাইবেলের বা পবিত্র শাস্ত্রে লেখা শব্দগুলোর অলৌকিকতার (ঈশ্বর নিঃস্বসীত) দিকটি অনুভব করতে পারেনি। এমনটি বাইবেলের বাক্যগুলি যে, ঈশ্বর অনুপ্রাণিত এ কথাটিও তারা তাদের অবস্থানে থেকে বুঝতে ব্যর্থ হয়েছিল। আর এটি আজকে আমাদের জন্যই একটি বড় শিক্ষা।

যদিও আমরা এবিষয়ে একমত হই যে, বাইবেল সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বর অনুপ্রাণিত তবে তারপরও এটা সম্ভব যে বাইবেল পাঠ করার সময় ঐ বিষয়টি ভুলে যাওয়া। মোশী ভীত হয়েছিলেন, সিনয় পর্ব্বত কেঁপে উঠেছিল এবং সাধারণ মানুষ ভয়ে দুরে সরে গিয়েছিল যখন তারা ঈশ্বরের বাক্য শুনেছিল। সিনয় পর্ব্বতে ঈশ্বরের বাক্য। বাণী তার নিজস্ব কণ্ঠস্বরে শোনা গিয়েছিল আর সেই কণ্ঠস্বর শোনা গিয়েছে গীতসংহীতার বাণীতে।

পবিত্র শাস্ত্রের লেখনীতে বিভিন্ন অনুরোধের বিষয়গুলি থাকে একারণেই পৌল বলতে পারেন "আজকে" যা দ্বারা সমসাময়িক সময়কে বোঝানো হয়েছে অর্থাৎ উভয় সময়ের আবেদনের বিষয় বস্তু একই। একারণেই ইব্রীয় পুস্তক

লেখার সময় পৌল "আজকে" শব্দটি ব্যবহার করেছেন এবং তিনি তা ঈশ্বরের নিজস্ব কণ্ঠস্বর হিসাবে গীতসংহিতার কথাগুলি আজকের ইব্রীয়দের জন্য প্রযোজ্য বলে উলেখ করেছেন।

- "...অদ্য যদি তোমরা তাঁহার রব শ্রবণ কর, তবে আপন আপন হৃদয় কঠিন করিও না" (ইব্রীয় ৪:৭, গীতসংহিতা ৯৫:৭-৮)।

এটা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় যে, সাথে সাথে একথাগুলিও যোগ করেছেন যে, "ঈশ্বরের বাক্য জীবন্ত ও কার্যসাধক" (ইব্রীয় ৪:১২)। কারণ তিনি যেসব বাক্যের উলেখ করেছেন সেগুলি মৃত নয়, বরং জীবন্ত ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর।

বলা হয়েছে, "আমার পুত্র, প্রভুর শাসন তুচ্ছ করিও না" (ইব্রীয় ১২:৫)। এই কথাগুলি কি আজকেও আপনার ও আমার প্রতি সমান প্রযোজ্য নয়, ঠিক কতখানি ইব্রীয়দের জন্য প্রযোজ্য ছিল ?

## ব্যক্তিগত সাক্ষ্য

০১.আমার জীবনটা তখন এমন ছিল যে আমি সবসময় এমন একজন লোক আশা করতাম যিনি আমার অভিভাবক হবেন। কারণ আমার মা-বাবা ছিল না। একজন মাত্র বড় ভাই ছিলেন, যিনি সবসময় মাদাসক্ত থাকতেন এবং বিভিন্ন ধর্মীয় নেতা ও রাজনৈতিক দলের নেতাদের সাথে আমি মিশেছি, তারা সকলেই আমার কাছ থেকে অর্থ পেতে চেয়েছে। অথবা এছাড়া এরা সকলেই আমাকে তাদের ক্ষমতা ভিত্তির একটা অংশ হিসাবে পেতে চেয়েছে, ক্ষমতার সেই কাঠামোতে আমার ওপরে তাদের নিজস্ব লোকরা থাকবে যারা আমাকে নিয়ন্ত্রন করবে। এজন্য আমি এমন একজন ব্যক্তিকে খুজছিলাম যিনি বাস্তবে আমার অভিভাবক হতে পারবেন যেন আমি তার ওপর আস্থা রাখতে পারি। এজন্য আমি সবসময় রক্ত মাংসের মানুষকেই খুঁজেছি। একদিন আমি পবিত্র বাইবেলের কথা শুনলাম এবং সবসময় এটি দেখবার ও পড়বার কথা ভাবতাম। এটি পড়বার জন্য আমি প্রায়ই চেষ্টা করতাম। অবশেষে একদিন এক কপি বাইবেল কেনার সুযোগ পেলাম এবং আস্তে আস্তে পড়া শুরু করলাম। একটা বিষয় প্রথমেই আমাকে একটু অবাক করল যে, এখানে কয়েকবার প্রকৃত সত্য ও ঈশ্বরের বাক্য বলে দাবী করা হয়েছে। আমি উপলব্ধি করতে চেষ্টা করলাম যে, আমার চার পাশের অসংখ্য মিথ্যার মাঝে আসলেই এটি সত্য কথা বলছে কিনা অথবা 'ঈশ্বরের বাক্য" বলে যে, দাবী করা হয়েছে আমার জীবনে আসলেই এটা ঈশ্বরের বাক্য হয়ে আসছে কিনা। এ সম্পর্কে যতই ভেবেছি ততই আমার চিন্তা ধারা উন্নত হয়েছে। অবশেষে একসময় আমি উপলব্ধি করতে পেরেছি যে, এটাই ঈশ্বরের বাক্য এবং বাইবেল আমার কাছ থেকে যা কিছু করতে আশা করেছে সেটাকেই আমি ঈশ্বরের ইচ্ছা বলে জেনেছি ও করেছি। একসময় আমি বাইবেলের সমস্ত শিক্ষাকে সত্যি বলে বিশ্বাস করেছি, বাইবেল কোর্স থেকে যা কিছু শিখেছি সবই সত্য বলে জেনেছি। এভাবে একসময় আমি বাপ্তিস্ম গ্রহণ করি সম্পূর্ণভাবে জলে ডুব দিয়ে, ঠিক যেমনটি যীশু মৃত্যুবরণ করেন ও আবার জীবিত হয়ে ওঠেন। আমি নিশ্চত জেনেছি, এই বাইবেলই চুড়ান্ত বই, আসলে এটা যে কোন মহান বই থেকে আরও অনেক বড় কিছু যা আমাকে শিক্ষা দিয়েছে, এই বাপ্তিস্মই ঈশ্বরের সাথে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্কের শুরু করেছে এবং আমি ক্রমশ আমার জীবনের অভিভাবককে পেলাম।

০২. আমি খুব সাধারণ বা নামমাত্র অর্থে রোমান ক্যাথলিক খ্রীষ্টিয়ান ছিলাম। মাঝে মাঝে চার্চে যেতাম এবং চার্চের কোন কিছুতে অংশ নিতাম না। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করার সময় আমার একজন সহপাঠী মহিলা ছিলেন। তাকে একদিন এক কফি শপে দেখলাম, একাকী বসে বসে তার বাইবেল পড়ছে। তার কাছে গিয়ে জানতে চাইলাম, সে বাইবেলে এমন কি পেয়েছে যে এত গুরুত্ব সহকারে এটা পড়ছে? সাথে সাথে আমি এটাও বললাম, একসময় এটি পড়তে চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু মনে হয়েছে বইটা খুব বিরক্তিকর ও কঠিন কিছুই বোঝা যায় না। সে আমাকে বইটা বিশ্বাস করার কথা না বলে, তিনি প্রভূ যীশুর এ জগতে ফিরে আসবার কথা, এই পৃথিবীর ওপর ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠা হবার কথা, আমাদের মানব প্রকৃতির সাথে যীশুর মিল ইত্যাদি অনেক বিষয়ে। এর পর বেশ কয়েকবার আমরা মিলিত হয়েছি এবং তিনি আমাকে "বাইবেলের মৌলিক উপাদান" বইটি পড়তে দিয়েছেন। বইটি পড়ার পর আমি নিশ্চিত হয়েছি, এটা সত্যিকার সুসমাচার, যা আমাকে এই উপলব্ধি করতে সাহায্য করেছে যে, বাইবেলের ওপর ভিত্তি করে এই "বাইবেলের মৌলিক উপাদান" বইটি লেখা হয়েছে সেটি অবশ্যই ঈশ্বরের বাক্য। এই বইটির সব কথাই অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ, এখানে বর্ণিত প্রতিটি মতবাদই একটির সাথে আর একটি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। এভাবে নানা বিষয়ে বুঝতে বুঝতে একসময় জানলাম, আমার বাপ্তিস্ম গ্রহণ করাটা কত জরুরী। আমি যদি ঈশ্বরে ও তাঁর বাক্যে বিশ্বাস করে থাকি তবে বাপ্তিস্ম নেওয়াটা অনিবার্য বিষয়। এরপরও আমি ক্যাথলিক চার্চ ত্যাগ করতে চাইনি, কারণ আমার জীবনে সামাজিক কর্মকান্ডে জড়িত থাকা ও সকলের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করার ব্যাপারটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বেশ কয়েকবছর পর

আবার সেই সহপাঠির সাথে দেখা হবার পর কথা হল, আমি দারুনভাবে লজ্জিত হলাম। চিন্তা করলাম আমার উচিত খুব তাড়াতাড়ী বাপ্তিস্ম নেওয়া এবং আমি তাই করেছি।

## বাইবেল শিক্ষা দেয়

- বাইবেল ঈশ্বর নিঃশ্বসিত বাক্য -
  *২য় তীমথিয় ৩:১৬-১৭: ২য় পিতর ১:১৯-২১*
- একজন মাত্র পিতা, ঈশ্বর আছেন -
  *যিশাইয় ৪৪:৬; ৪৬:৯-১০; ইফিষীয় ৪:৬; মথি ৬:৯*
- পবিত্র আত্মা ঈশ্বরের একটি শক্তি -
  *গীতসংহিতা ১০৪:৩০; ইয়োব ২৬:১৩; লূক ১:৩৫*
- পাপের কারণেই মানুষ মরণশীল -
  *আদিপুস্তক ২:১৭; ৩:১৭-১৯; রোমীয় ৫:১২; ১ম করিন্থীয় ১৫:২২*
- আমাদের স্বাভাবিক বা জন্মগত প্রকৃতির কারণেই আমরা পাপ করি -
  *মার্ক ৭:১৮-২৩; যাকোব ১:১৩-১৫; রোমীয় ৭:১৪-১৫*
- মৃত্যু আসলে চেতনাবিহীন বা অবচেতনশীল একটা অবস্থা - *গীতসংহিতা ৬ঃ৫; ১৪৬ঃ২-৪; ১১৫ঃ১৭; উপদেশক ৯:৫; যিশাইয় ৩৮:১৮-১৯; প্রেরিত ২:২৯*
- যারা সুসমাচার বোঝে, এতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে ও যীশু খ্রীষ্টতে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করে কেবল তারাই পরিত্রাণ পায় - *মার্ক ১৬ঃ১৫-১৬*
- "ঈশ্বরের রাজ্য ও যীশু খ্রীষ্টের নাম সম্পর্কে যে সুখবর তাকেই" সুসমাচার বলা হয় - *প্রেরিত ৮:১২*
- পাপ থেকে উদ্ধার পাবার জন্যই বাপ্তিস্ম নেওয়া প্রয়োজন -
  *প্রেরিত ২:৩৮, ২২:১৬*
- যীশু আবার এই পৃথিবীতে ফিরে আসবেন -
  *প্রেরিত ১:১০-১১; ১ম থিষলনীকীয় ১:১০; ২:১৯; প্রকাশিত বাক্য ২২:১২*
- যীশু ফিরে আসবার পর সকলের পুনরুত্থান ও বিচার হবে -
  *১ম করিন্থীয় ১৫:২১-২৩; দানিয়েল ১২:২-৩; যোহন ৫:২৮-২৯; ১১:২৪;*
  *২য় তীমথিয় ৪:১; রোমীয় ১৪:১০-১২*
- যারা বিশ্বাসে খাঁটি বা বিশ্বস্ত খ্রীষ্টিয়ান তাদেরকে পুরস্কার হিসাবে অমরণশীলতা দান করা হবে - *১ম করিন্থীয় ১৫:৫২-৫৪; দানিয়েল ২:৪৪; লূক ২০:৩৫-৩৬*
- যীশু এই পৃথিবীর উপরেই তার রাজ্য স্থাপন করবেন -
  *মথি ৬:৯-১০; ২৫:৩৪; দানিয়েল ২:৪৪; প্রকাশিত বাক্য ১১:১৫*
- পৃথিবীর উপরে যিরুশালেম নগরই হবে ঈশ্বরের রাজ্যের রাজধানী -
  *যিরমিয় ৩:১৭; মথি ৫:৩৫; সখরিয় ১৪:১৭।*
- আব্রাহামের কাছে করা প্রতিজ্ঞা -
  *আদিপুস্তক ১২:১-৩; ১৩:১৪-১৭; গালাতীয় ৩:১৬, ২৬-২৯ পদ, লূক ১৩:২৮*

- দায়ূদের কাছে করা প্রতিজ্ঞা - *২য় শমূয়েল ৭:১২-১৬; যিরমিয় ২৩:৫-৬, লূক ১:৩১-৩৩; প্রেরিত ১৩:২২-২৩; প্রকাশিত বাক্য ৫:৫; ২২:১৬*
- সারা বিশ্বের ইস্রায়েল জাতীকে একজায়গায় একত্রিত করা হবে - *যিরমিয় ৩০:১০-১১; ৩১:১০; সখরিয় ৮:৭-৮; যিহিষ্কেল ৩৮:৮, ১২পদ; রোমীয় ১১:২৫-২৭।*
- ঈশ্বরের রাজ্যের গৌরব-মহিমা হবে - *গীতসংহিতা ৭২; যিশাইয় ৩৫ অধ্যায়; ১১ অধ্যায়; ২ অধ্যায়; সখরিয় ১৪:৯*

## প্রশ্নাবলী বাইবেল

১। গীতসংহিতা ৩৩:৬ পদ অনুসারে ঈশ্বর কিভাবে পৃথিবী সৃষ্টি করিলেন ?

২। ঈশ্বরের আত্মা অত্যন্ত ব্যাপকভাবে প্রতিফলিত ও প্রকাশিত কিভাবে হয়েছে ?

৩। আত্মা অর্থ কি ?

৪। নিঃশ্বাস বলিতে আমরা কি বুঝি ?

৫। ঈশ্বরের বিশ্বস্ত মানুষ যে সব বাক্যগুলি লিখেছেন সেগুলি ঈশ্বর নিঃশ্বাসিত এর অর্থ কি ?

৬। পৌল তীমথিয়কে কোন বিষয়ে উৎসাহিত করেন ?

৭। ঈশ্বর নিঃশ্বাসিত প্রত্যেক শাস্ত্রলিপি কি ?

৮। ঈশ্বরের লোক কেমন ? ২য় তীমথিয় ৩:১৫ - ১৭ পদ অনুযায়ী।

৯। শাস্ত্রীয় কোন ভাববানী বক্তার কি নিজ ব্যখ্যার বিষয় ?

১০। সব কিছুর উপরে আমরা অবশ্যই কি বিশ্বাস করতে পারি ?

১১। একটি বিশেষ গ্রহণীয় ব্যাপার আছে সেটি কি ?

১২। যাত্রাপুস্তক ২০:২২-২৩ পদ অনুযায়ী সদাপ্রভু মোশীকে কি নির্দেশ দিলেন ?

১৩। সরাসরি ঈশ্বরের কথা শোনার কারণে কোন্ বিষয়ে বা কাহার কথা শোনা আমাদের কাছে অর্থহীন ?

১৪। একজন প্রকৃত বিশ্বাসীর জীবনে ঈশ্বরের স্থানে অন্য কাউকে বসানো কি সম্ভব ?

১৫। মথি ২২:৩৭ পদ অনুযায়ী যে ঈশ্বরের কথা উলেখ আছে তিনি কি নিরাকার না মাংসিক ব্যক্তি বিশেষ ?

১৬। মোশী কেন ভীত হয়েছিল এবং সীনয় পর্ব্বত কেন কেঁপে উঠেছিলো ?

১৭। ইব্রীয় ৪:১২ পদ অনুযায়ী ঈশ্বরের বাক্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় এটার কারণ কি ?

১৮। ব্যক্তিগত সাক্ষ্য দিতে গিয়ে প্রথম ব্যক্তিটি এক সময়ে কিভাবে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেন এবং কার সম্বন্ধে উলেখ করেন, যিনি মৃত্যুবরণ করে আবার জীবিত হয়ে উঠেন ?

১৯। দ্বিতীয় ব্যক্তিগত সাক্ষ্য প্রদান কারী সাক্ষ্য প্রদান করেছেন যে ঈশ্বরে ও তাঁর বাক্যে বিশ্বাস করলে তার সামনে একটি অনিবার্য বিষয় এসে দাঁড়ায় সেটি কি ?

২০। আপনি ও কি এই সময়ে চান সেই অনিবার্য বিষয়টি আপনার জীবনে গ্রহণ করতে ?


**খ্রীষ্টাডেলফিয়ান বাইবেল স্টুডেন্টস্**

পি ও বক্স নং ৯০৫২, বনানী, ঢাকা, ১২১৩, **বাংলাদেশ** থেকে প্রকাশিত

পি ও বক্স নং ১৭১১২, টালিগঞ্জ এইচ, ও., কলকাতা, ৭০০০৩৩, **ভারত**

**The Bible**

Bible Basics Leaflet 4

*Published by:*

**Christadelphian Bible Students**

P.O. Box 9052, Banani, Dhaka, 1213, **Bangladesh**

P.O. Box 17112, Tollygunge H.O., Kolkata – 700033, **India**



Copyright Bible Text: BBS OV (with permission)

*This booket is translated and published with the kind permission of Bible Basics, PO Box 3034, South Croydon, Surrey, CR2 0ZA England.*